দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 01 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

প্রশ্নপত্র ফাঁস : জাতির সংকটময় ভবিষ্যৎ

সাইফুল্লাহ হাসান নিনাদ

বাংলাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত এখন চারটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে বছরের শুরুর দিকে এসএসসি, এইচএসসি এবং শেষদিকে পিএসসি, জেএসসি অনুষ্ঠিত হয়। গত কয়েক বছর ধরে এসব পরীক্ষার প্রায় প্রতিটিতেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটছে। আর প্রযুক্তির সহজলভ্যতায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্নের আদান-প্রদানও খুব সহজ হয়ে উঠছে। এটা সহজেই অনুমেয়, যে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে একদল শিক্ষার্থী ন্যূনতম চেষ্টা না করেও যতটা ভালো ফলাফল করছে, সেখানে অন্যপক্ষ চেষ্টা করা সত্ত্বেও শুধু এই অসদুপায় অবলম্বন না করায় ততটা ভালো করতে পারছে না। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে ফলাফল বৈষম্য। আর এই বৈষম্যের কারণে অনেক শিক্ষার্থীই পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষায়ও অংশ নিতে পারছে না।

প্রশ্ন হলো, প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে কী করে? সামান্য কিছু অর্থের লোভে অসাধু কিছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর কারণেই প্রথমত এই প্রশ্ন বাইরে বের হয়ে আসছে এবং একজন একজন করে অসংখ্য শিক্ষার্থীর হাতে সেই প্রশ্ন ছড়িয়ে পড়ছে। পাবলিক পরীক্ষাগুলোর সময়ে প্রকাশ্যেই ফেসবুকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রলোভন দেখিয়ে স্ট্যাটাস দেওয়া হয়, বিভিন্ন ফোন নাম্বারে মেসেজ পাঠাতে কিংবা যোগাযোগের জন্য প্ররোচিত করা হয়। আর এভাবেই এক রাত কিংবা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে পড়ছে হাতে হাতে।

আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সাহায্যে পরীক্ষায় জালিয়াতির ঘটনাও নিয়মিত ঘটে চলেছে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় এধরনের বেশকিছু চক্র হাতেনাতে ধরা পড়ে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে মহোৎসব চলছে, তার ফলাফল এখন টের না পেলেও আর কয়েক বছরের মধ্যেই এর ফলাফল জাতিকে ভোগ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা, এমনকী চাকরির নিয়োগ পরীক্ষাতেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপার লক্ষণীয়। এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে অযোগ্যরাই যোগ্যদের স্থান দখল করে দেশকে করে তুলবে অচল, অর্থনীতিকে করবে ভারসাম্যহীন।

দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। এই এগিয়ে যাওয়া অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস না ঠেকানো যায়। কারণ ফাঁস হওয়া প্রশ্নে পরীক্ষার মাধ্যমে কোনো শিক্ষার্থীরই মেধার মূল্যায়ন ঘটে না। বরং আবির্ভাব ঘটে এক মেধাহীন প্রজন্মের। একটি রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করুন তো— যে রাষ্ট্রে হাসপাতাল ভরা চিকিৎসক থাকবে অথচ সুচিকিৎসা দেওয়ার মতো কোনো চিকিৎসক থাকবে না, প্রতিষ্ঠান ভর্তি প্রকৌশলী কিংবা অন্য পেশার অসংখ্য মেধাহীন কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকবে কিন্তু থাকবে না তাদের বিন্দুমাত্র পেশাগত দক্ষতা কিংবা যোগ্যতা। কল্পনা করতে পারেন, কীভাবে চলবে তখন সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়